টোকিও

স্মৃতির ট্রেন

এনএইচ কের প্রাতকালীন নাটক সুজুরান প্রচারিত হবার পর স্টেশনটির কদর বেড়ে যায়। জনপ্রিয় এই টিভি নাটকে স্টেশনটি লোকেশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল

লিখেছেন **কাজী ইনসানুল হক**

'ইমেজ ফোরাম' নামের একটি সৌখিন চলচ্চিত্র নির্মাতা গ্রুপের সংঙ্গে হেককাইডো যেতে হয়েছিল আমন্ত্রিত হয়ে, রোববারের এক দুপুরে কয়লার ইঞ্জিনের এক ট্রেনে চড়ে যখন ছুটছি তখন বারবার স্বদেশের কথা মনে পড়ে- মনটা নষ্টলজিক হয়ে যায়, নিজেই স্মৃতিতাড়িত হই। মনে হয় তিস্তা-কুড়িগ্রাম লাইনের ট্রেন, ছোটবেলা এই ট্রেনেই কত বিস্ময় নিয়ে চড়েছি- একে একে সিংগারডাবড়ী, রাজারহাট, টোগরাইহাট, তারপর কুড়িগ্রাম। দিনরাতে দুটো ট্রেন, নেই কোনো টাইমটেবল কখন আসবে, কখন ছাড়বে কোনো তাড়া নেই, যখনই আসুক, যখনই চাড়ুক তবুও কত আনন্দ এই ট্রেনে চলতে, কয়লার গুঁড়োতে কাপড় চোপড় কালো, চোখ জ্বলে, তিস্তা স্টেশনের স্টলের কড়া চা, বিস্কুট, ট্রেনের ভেতর বাদাম চানাচুর, মুড়িভাঁজা, ক্যানভাসের হাতকাটা মহাশংকর তেলে লেকচার, অন্ধ ভিকিরীর সেই একইগান 'ছাগল একটা বান্ধা ছিল গাছেরই তলায়' লাইটহীন ট্রেনে হকারের কুপিই ভরসা, এরমধ্যেই মাঝে মধ্যে মোবিল কোট (মোবাইল কোট)।

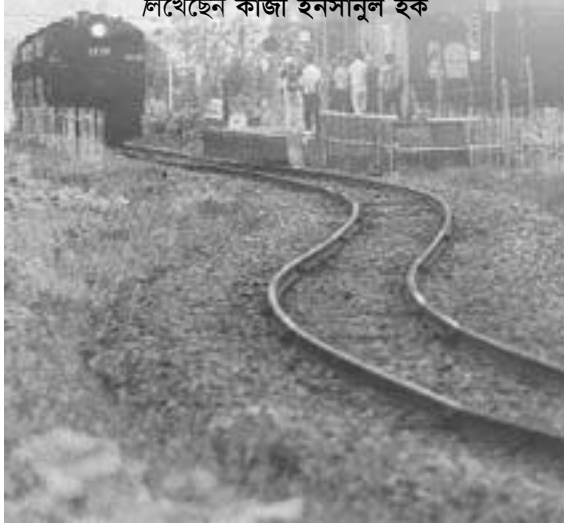

ছবিটি জাপানের একটি স্টেশনের

অসম্ভ জনপ্রিয় এই টিভি নাটকে এই স্টেশনটি লোকেশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। ফলত জাপান রেলওয়ে (JR) ধোয়ামোছা করে এটি আবার চালু করেন ট্রেনের নাম দেয়া হয় চল সুজুরান চল। প্রায় অর্ধশতক আগের সেই ট্রেন, সেইলাইন যেন আজরের জাপানীদের সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। অবশ্য শনি, রোব আর বন্দের দিনই ট্রেনটা পর্যটকদের জন্য চালু থাকে তাও আবার এই বসন্ত আর গৃহকালে অর্থাৎ বরফ আসবার আগে ২৯ এপ্রিল থেকে ২৭ আগস্ট পর্যন্ত।

রুমোই হনসেন লাইনের একটি স্টিম লোকোমোভি হোক্কাইডোর ইবিশিমা স্টেশনে একটু পরেই থামবে। ফুকুগাওয়া থেকে ইবিশিমা প্রায় সাতষট্টি কিলোমিটার দূরত্বে এই ট্রেনটি চোটে। হোক্কাইডো তো এমনিতেই বছরের অর্ধেক বরফে ঢেকে থাকে এই লাইনটি বহুদিন ধরে পরিত্যাক্ত সড়ক ব্যবস্থার উন্নতি আর বসতিহীন এই এলাকায় রেলওয়ে কোম্পানির আর ট্রেন চালু রাকার প্রয়োজন নেই কিন্তু ১৯৯৯ সালে প্রচারিত এনএইচ কে'র প্রাতঃকালীন নাটক 'সুজুরান' (উপত্যাকা লিপি) প্রচারিত হবার পর এই স্টেশনটির কদর বেড়ে যায়।

রোম

কানাডা-অস্ট্রেলিয়া ইমিগ্রশন

আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে ইমিগ্রেশনের জন্য অনেকেই চেষ্টা করছেন। অনেকেই সফলও হচ্ছেন

কানাডায় ইমিগ্রেশন নীতিমালা সহজ করা হচ্ছে। কানাডার ফেডারেল সরকারের মন্ত্রী ম্যাডাম এলিনের ক্যাপলান এ লক্ষ্যে একটি নতুন প্রস্তাব বিল আকারে পার্লামেন্টে উত্থাপন করেচেন। বিলটি পাস হলে বাংলাদেশীদের জন্য ইমিগ্রেশন সহজতর হবে এবং বাংলাদেশীরা সহজেই কানাডার ইমিগ্রেশন সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে। জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী সকল শর্ত অবিলম্বে কার্যকর হবে। স্কিল ইমিগ্রেশনের পয়েন্টিং সিস্টেমে ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়েছে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী যারা অল্প টাকার মধ্যে চোট ছোট বিজনেস প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে নতুন চাকরি সৃষ্টি করেছেন তাদের ইমিগ্রেশনও সহজ করা হয়েছে। একজন ব্যবসায়ী যার সম্পদের পরিমান ৩ লাখ কানাডিয়ান ডলার তারা সহজেই ইমিগ্রেশন পেতে পারেন। ২০০১ সালে প্রচুর পরিমানে কানাডা সরকার ইমিগ্রেন্ট (অভিবাসনের) অনুমতি দেবে। নিউজিল্যান্ডের ইমিগ্রেশন বা অভিবাসন পদ্ধতিকে বলা হয় পয়েন্ট বেইসড মাইগ্রেট সিলেকশন সিস্টেম, আপনি জেনারেল স্কিলস, বিজনেস ইনভেষ্টরস, ফ্যামিলি ক্যাটগরি ও হিউমেনিটেরিয়ান ক্যাটেগরিতে নিউজিল্যান্ড এ ইমিগ্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারেন তাছাড়া অস্ট্রেলিয়ায় ইমিগ্রেশনের বা অভিবাসনের যে কয়টি পদ্ধতি রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল। জেনরেল স্কিল্ড মাইগ্রেশন, বিজনেস মাইগ্রেশন, স্পেশাল মাইগ্রেশন। অনেক আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র সরকার হাইটেক চাকরির জন্য নতুন শ্রেণীর ইমিগ্রান্ট ভিসা প্রদানের উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। স্বপ্নের দেশ আমেরিকা। আর সেই আমেরিকাই এবার চাকরি দেবার জন্য আপনাকে খুঁজছে। আপনাকে দক্ষ পেশাধারী, ইংরেজি কথোপকথনে পারদর্শী হতে হবে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কম্পিউটার ও তথ্য প্রযুক্তি সংক্রান্ত পেশায় কয়েক মিলিয়ন লোক কাজ করছে। চাকরির জন্য আপনি বিভিন্ন চাকরিদাতা কোম্পানির ঠিকানা সংগ্রহ করে আবেদন পাঠাতে পারেন। এক্ষেত্রে আইটি প্রফেশনাল রিক্রুটিং এজেন্সর সাহায্যও নিতে পারেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চাকরি কিংবা ইমিগ্রেশনের জন্য সহযোগিতা চেয়ে সাধারন ডাকে চিঠি লিখে প্রাথমিত তথ্য সংগ্রহ করতে হলে চিঠি লিখে দেখতে পারেন। **Euro Consultants, VIA- Romana-79, Nettuno-00048 (RM) Italy wKsev International Recruiting Department, 7000, BLVD, East (Lower Level) Goutenbarg, NJ-07093,U.S.A** বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বেশ কিছু কনসালটেন্ট ও ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে সহযোগিতা করে আসছে। আপনার যদি ভাল শিক্ষাগত যোগ্যতা ও কাজজর অভিজ্ঞতা থেকে তাকক তাহলে। জাতসংঘের কৃষি দপ্তর, ইটালি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি দপ্তর, ব্রুনাই, সাইপান (আমেরিকার একটি দ্বীপ) সেই দেশের মন্ত্রণালয়ে চাকরির আববনন করতে পারেন। মনে রাখবেন আবেদনকারীকে যাচাইয়ের জন্য মূলত বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ভাষাজ্ঞান, কাজের অভিজ্ঞতা দিয়ে সুযোগ দিয়ে থাকে।

M. Alam
Rome, Italy

প্যারিস

মুক্তিযোদ্ধা দলের মহান বিজয় দিবস উদ্‌যাপন

সারাদেশে বিভিন্ন অপরাধ আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কাজেই আজকের এই দিনে মুক্তিযোদ্ধাদের আর বসে থাকার সময় নেই

গত ১৭ডিসেম্বর বিকাল ৪ টায় ফ্রান্স বিএনপি'র কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে, জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল ফ্রান্স শাখার উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস ২০০০ উদ্‌যাপন উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল ফ্রান্স শাখার সভাপতি গিয়াস উদ্দিন আহম্মেদ। পরিচালনা করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা নুরুল ইসলাম ঢালী। তাকে সহযোগিতা করেন রুহুল আমিন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগ্রামী নেতা, ফ্রান্স বিএনপি'র সম্মানিত সভাপতি ডক্টর আব্দুল মালেক। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ফ্রান্স বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক সেলিমুর রহমান লিটু।

সভায় বিজয় দিবসের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ আলোচনা করেন আব্দুল হাকিম, আব্দুল মোজাক্কির, মনির হোসেন খান, রেজাউল করিম মিজানুর রহমান ভূঁইয়া, রফিকুল ইসলাম, হাজী হাবিবুর রহমান, খলিলুর রহমান, রিপন হাওলাদার, সারোয়ার হোসেন, বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে আফজাল হোসেন, নুরুল ইসলাম ঢালী, মোঃ আব্দুল বারেক ফরাজী, বিশেষ অতিথি সেলিমুর রহমান লিটু ও প্রধান অতিথি ডক্টর আব্দুল মালেক প্রমুখ।

ডক্টর আব্দুল মালেক প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন যে, আমারা খুব গর্বিত বাবা-মায়ের সন্তান। আমাদের পূর্ব পুরুষেরা আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আদায়ের জন্য রক্ত দিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন আমাদের মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য। শুধু তাই নয়, তারা একটা সুসজ্জিত বিরাট সামরিক বাহনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের মাধ্যমে আমাদের গৌরবের স্বাধীনতার সূর্যকে ছিনিয়ে এনেছেন। সেই মহান দিনটি উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা আমাদের বাবা-মায়ের অত্যন্ত অযোগ্য সন্তান। আমরা আজ আমাদের পূর্ব পুরুষদের অর্জিত গৌরব ও স্বাধীনতাকে অনিশ্চয়তার মধ্যে ঠেলে দিয়ে কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছি। যার ফলশ্রুতিতে ভারতের পুতুল সরকারের হাতে দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব আজ হুমকির সম্মুখীন। বর্তমান এই ফ্যাসিস্ট সরকারের শাসনে মানবাধিকার চরমভাবে লংঘিত হচ্ছে। দেশের জনগণ ন্যূনতম জান-মালের নিরাপত্তাটুকুও হারিয়েছে। বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের ওপর চলছে অমানসিক নিপীড়ন ও নির্যাতন। বিরোধী দলীয় সংসদদের সাংসদে, রাজপথে কোথাও স্বাধীনভাবে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। সারাদেশে খুন, ধর্ষণ, চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাইসহ বিভিন্ন অপরাধ আজ নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। কাজেই আজকের এই দিনে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রজন্ম হিসাবে আমাদের আর বসে থাকার সময় নেই। কাজেই আসুন আমরা দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে চারদলীয় ঐক্যজোটের একদফা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করে, দেশে একটি গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে, বিজয়ের পতাকাকে সমুন্নত রেখে, পূর্ব পুরুষদের যোগ্য সন্তানের পরিচয় দেই।

Mohamed Abdul Barek Forazi
5, Place Roger Salengro, 95140, Garges Les Gonesse, Paris-France

সিউল

কোরিয়ান সংগীতে বাংলাদেশী

সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়াস্থ মাসান সিটিতে টিভি চ্যানেল এমবিসি বিদেশিদের জন্য এক সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটি সিটির নল পুরণ হলে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, চায়না, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপিন, উজবেকিস্তান, থাইল্যান্ড

কোরিয়ান সংগীত পরিবেশন করছেন খসরু

অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল কোরিয়ান ভাষায় গান এবং নাচের প্রতিযোগিতা। বিশাল হল ঘরটি বিদেশীদের আগমনে কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে যায়। প্রচন্ড করতালির মাধ্যমে প্রতিযোগীদের উৎসাহিত করা হয়। নীচ, গানের পর্ব শেষ হলে গিয়ংনাম বিশ্ববিদ্যালয় ব্যান্ড গ্রুপ তাদের ব্যান্ড সঙ্গীত পরিবেমন করে। বিজ্ঞা বিচারক মন্ডলী গানে ১ম বাংলাদেশ ২য়, ইন্দোনেশিয়া এবং ৩য়, চায়নাকে নির্বাচন করে। নাচে ১ম, থাইল্যান্ড ২য়, ইন্দোনেশিয়া এবং ৩য়, চায়নাকে নির্বাচন করে। গিয়ং নাম চার্চের ফাদা রবিজয়ীরের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। বাংলাদেশের পক্ষে গান পরিবেশন করে সৈয়দ কায় খসরু এবং মোঃ আনোয়ার। অনুষ্ঠানটির সাবর্বক পরিচালনা করেন এমবিসি সংবাদ পাঠক পাক সিন গিউ। পড়ে অনুষ্ঠানটি এমবিসি টিভিতে প্রচার করে।

Syed Kay Khasru (Rajon)
Joong Gock Dong 252-6, Kwang
Jin Ku. Seoul, South- Korea
H.P. 0188508957

মক্কা মহানগরী

টা নে ল

পবিত্র মক্কা নগরীর টানেলসমূহ এক বিচিত্র ব্যাপার। মক্কায় বর্তমানে সর্বমোট ৫৪টি টানেল রয়েছে। যার সবগুলির দৈর্ঘ্য সবমিলিয়ে ৩১ কিলোমিটার। টানেলসমূহে রয়েছে কম্পিউটার নেটওয়ার্ক সিস্টেম। সার্বক্ষণিক বৈদ্যুতিক ব্যবস্থা। সর্বাধুনিক টয়লেট ব্যবস্থা। প্রতিবছর এই টানেলসমূহে যাতায়াত করে মিলিয়ন মিলিয়ন হজযাত্রীসহ সাধারণ জনগণ।

আলহাজ জিয়াউদ্দিন মাহমুদ মিঠু, Holy Makkah, K.S.A, ziam2001@hotmail.com

বিভিন্ন শহরে কয়েকটি টানেল

বোলছানো

একটি মনোরম সন্ধ্যা

প্রবাসী বলেই হয়তো স্বদেশকে বেশি বেশি মনে পড়ে। উদ্যোগ আয়োজনের কমতি নেই জাতীয় অনুষ্ঠানগুলো পালনের

প্রকৃতির অনুপম বন্ধনের কারণে মানুষ ভুলতে পারে না তার শেকড়কে। আর সে কারণে স্বদেশ থেকে যোজন যোজন দূরে এসেও আমরা ভুলিনি আমাদের দেশ মাতৃকাকে। ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে যে স্বাধীনতা। আল্পস পর্বতমালার পাদদেশে অবস্থিত অপার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি ইটালির বোলছানোতে গত ২১ জানুয়ারি বাংলাদেশ পিপলস্ এসোসিয়েশন আয়োজিত বিজয় দিবস ও অভিষেক অনুষ্ঠান বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা ও প্রাণচাঞ্চল্যের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। অনুষ্ঠানমালায় ছিল পবিত্র কোরআন তেলাওয়াত, জাতীয় সংগীত, সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ, পিপলস্-এর কার্যকরী পরিষদের পরিচয় পর্ব, আলোচনা, দেশীয় খাদ্য পরিবেশন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। নির্ধারিত সময়ের কিছু পরে মাওলানা এরফান উদ্দিন পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন। 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি' জাতীয় সংগীত পরিবেশন করেন বোলনীয়া থেকে আগত ইটালির জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আসাদুজ্জামান বিপুব ও তার সঙ্গীরা। এসময় দেশী-বিদেশী সমস্ত অতিথিবৃন্দ দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীতের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এরপর পিপলস্-এর সভাপতি শফিউল আলম সিরাজ সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। সেই সাথে প্রধান অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ সমিতি রোমের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি লুৎফর রহমান খান, ১ম বিশেষ অতিথি হিসাবে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র পরিচালক আঃ সামাদ খোকন এবং ২য় বিশেষ অতিথি হিসাবে ছোটন ভাই আসন অলংকৃত করেন। আসন গ্রহণ শেষে শুরু হয় পরিচয় পর্ব। এ পর্যায়ে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় পিপলস্-এর নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের সদস্য, উপদেষ্টা পরিষদ ও নির্বাচন কমিশনদেরকে। ছোট্ট বন্ধু একা মঞ্চে আগতদেরকে তাজা গোলাপ দিয়ে বরণ করে নেয়। আলোচনা পর্বে বক্তব্য রাখেন আঃ করিম, দেলোয়ার হোসেন দুলাল, জসীম উদ্দীন, শফিকুল ইসলাম, জসীম উদ্দিন (সহ সাঃ সম্পাদক), সরকার মোঃ আজাদ, ছোটন, আঃ সামাদ খোকন, খান লুৎফর রহমান ও শফিউল আলম সিরাজ। বিরতির পর শুরু হয় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যারা সংগীত পরিবেশন করেন তারা হলেন— আসাদুজ্জামান বিপুব, জান্নাত রহমান একা, মিরন আহম্মেদ। শামিম আহমেদ, নওসাত হোসাইন, রহমান ছবিনুর, সৈয়দ হাসান শাহ্, আমির জামিল, ইকবাল কবীর, তাজুল ইসলাম, বাদল মিয়া চুন্নু, মোরশেদ, রফিকুল ইসলাম শান্টু, তবলায় সহযোগিতা করেন পলাশ ধর। স্বল্প পরিসরে হলেও একথা সত্যি, বাংলাদেশ পিপলস্ এসোসিয়েশন আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠান আমাদের প্রবাসীদের মাঝে দিয়েছে বিজয়ের আনন্দ।

সংগীত পরিবেশন করছেন রিপন

Iffat Ara
L.L.B, Via Moline-14, 39040 Termero, Bolzano, Italy

আটলান্টা

পিঠা উৎসব

প্রবাসে ব্যস্ত জীবনে পিঠা উৎসব সত্যি সবাইকে আপ্লুত করেছিল। যেনো হারিয়ে গিয়েছিল সেই সোনালি দিনগুলোতে

'ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গে আমার
মোরগ পাখির ডাকে,
ধুপী পিঠা খেতে বলে
মা স্নেহে হাঁকে।'

কবিতার এই পংক্তিগুলো পড়লেই বুকটা মুচড়ে ওঠে। মনটা উড়ে যায় গ্রাম বাংলার সেই ছেলেবেলায়। শীতের ছুটিতে গ্রামের বাড়ি বেড়াতে গিয়ে কাকডাকা ভোরে নানীর হাতের সেই সুস্বাদু ধুপী পিঠার স্বাদ এখনও জিহ্বায় পানি আনে। স্বজন ছাড়া দূর বিদেশে প্রতি বছর শীত আসে আর যায়। এখানে শীতের সকালে মার স্নেহের ডাকে ঘুম ভাঙে না। লেপ মুড়ি দিয়ে দেরি করে ওঠারও বিলাসিতা নেই। ঘুম ভাঙে এখানে এলার্ম ঘড়ির ডাকে, মোরগ পাখির ডাকে নয়। সাত সকালে সুখ নিদ্রা ছেড়ে তড়িঘড়ি করে যেতে হয় কর্মশালায়। ডোনার্ট খেয়ে মেটাতে হয় সাধের পিঠার স্বাদ।

কিন্তু এবারের শীত বৃহত্তর আটলান্টার বাংলাদেশীদের জন্য বয়ে এনেছিলো সেই হারিয়ে যাওয়া পিঠের স্বাদ। আটলান্টার সুপরিচিতা কুসুম ভাবির পরিচালনায় এবং অন্যান্য ভাবিদের অকৃত্রিম সহযোগিতায় আকর্ষণীয় পিঠার উৎসব বসেছিলো গত ১১ ফেব্রুয়ারি বাঙালিদের প্রাণকেন্দ্র 'কারী এন্ড কাবাব' রেস্টুরেন্টে। দুপুর ১টার মধ্যেই বেশ কয়েকটি পরিবার সুস্বাদু পিঠা এবং অন্যান্য খাবার নিয়ে হাজির হন উৎসব স্থলে। উৎসবের সাথে চমৎকার সামঞ্জস্য রেখে অনেকেই পরে আসেন নকশি কাথার শাড়ি আর ডোরা কাটা পাঞ্জাবি। তার সাথে জমজমাট হলরুমের এক কোণ থেকে ভেসে আসা জনপ্রিয় হারানো দিনের গানগুলো সবার মাঝে নিয়ে এসেছিলো 'নস্টালজিয়া'। অপেক্ষার রেশ ঘুচিয়ে শুরু হলো আকাঙ্ক্ষিত পিঠার উৎসব। বড় টেবিল উপচে পড়ছিলো নানারকম চিত্তাকর্ষক পিঠায়। পাটিসাপ্টা, সাদা ধুপি, গুড়ের ধুপি, খাজের পিঠা, দুধ পিঠা, তই পিঠা কোনোটাই বাদ পড়েনি। আরেকটা বড় টেবিলে ছিলো পান্তা ভাত, সর্ষে-ইলিশ, শুঁটকি, রকমারি ভর্তাসহ খাঁটি বাঙালি খাবার। প্রাণভরে ভূরিভোজ করলেন সবাই। সাথে পান-সুপারি ছিলো বাড়তি পাওনা। পানে ঠোঁট লাল করে প্রাণখোলা হাসিতে সবাই আপন হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। বাঙালিত্ব নাড়া দিয়েছিলো সবার মনে।

ডাঃ মুহাম্মদ আলী মানিক
আটলান্টা, জর্জিয়া

প্র বা সী দে র প্র তি

প্রবাস জীবন তুলে ধরবে প্রবাসী বাঙালীদের জীবযাপন মনন চেতনার চালচিত্র। প্রবাসীদের সঙ্গে এ সংযোগটা আমরা চাচ্ছি। প্রবাসীদের অনেকেই তথ্যভিত্তিক লেখা লিখছেন। কিন্তু আমরা চাচ্ছি আপনারা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা লিখুন। লিখুন পরবাসী জীবনের নানা বৈচিত্র্যময় ও বর্ণময় কাহিনী। লিখুন দূতাবাস সমস্যা। ইমিগ্রেশনের নিয়মকানুন, সন্তানের শিক্ষা, বিদেশী বন্ধু বা বান্ধবীর কথা। ২০০০-এর দেশের পাঠকরা দেশে বসে প্রবাসকে পুরোপুরি জানতে চায়। আপনারা লিখুন। সঙ্গে ছবি দিন। ছবি আপনার লেখাকে সমৃদ্ধ করবে। সম্পূর্ণ ঠিকানা (ফোন ই-মেইলসহ) দিতে ভুলবেন না এমনকি ঠিকানা না ছাপতে চাইলেও।- **বিভাগীয় সম্পাদক**

লেখা পাঠাবার ঠিকানা ঃ
প্রবাস জীবন
The Shaptahik 2000
96/97 New Eskaton Road
Dhaka-1000, Bangladesh.

টোকিও

ঘরে ফেরা

জাপানে ওভার স্টে হয়ে গেলেই বিপত্তি। ধরা পড়লে দেশে ফেরার টিকিট ধরিয়ে দেয়। সিভিল ড্রেসে অফিসাররা ঘুরে বেড়ায়

পাসপোর্টটা নবায়নের মেয়াদ শেষ হতে তখনও প্রায় তিন মাসের বেশি হাতে সময় ছিল। কিছুদিন থেকেই তা নবায়নের জন্য মেগুরোস্থ বাংলাদেশ এমব্যাসিতে যাওয়ার কথা ভাবছিলাম। পাসপোর্টে নবায়ন করতে যাওয়ার গতিটা আরো তরান্বিত করছিল যখন আমার এক খুব কাছের ঘনিষ্ঠ বন্ধু মাহবুব তার প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঙ্গে না রাখার কারণে টাচিকাওয়া স্টেশনে টিকেট কাউন্টার থেকে সিভিল ইমগ্রেশন অফিসারের নিকট ধরা পড়ার দৃশ্যটা বার বার স্মরণ হবার কারণে। সেদিন সাথে সেলিম এবং জাহিদও ছিল। সেলিম কোনোমতে দৌড়ে পালাতে সক্ষম হলেও মাহবুব আটকা পড়ে। কোনোই দোষ বা অপরাধ ছিল না তাদের কথা-বার্তায়, চালচলনে অথবা আচার-ব্যবহারে। শুধু কর্তৃপক্ষের চোখে বিদেশী বলে একটু যাচাই করে নিতে চেয়েছিল ওরা কোথায় থাকে, কিভাবে থাকে, কোন ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িত ইত্যাদি। অফিসার ইদানীং প্রায়ই এ ধরনের স্টেশনগুলোতে সিভিলে অভিযান চালায়। যা হোক, ঐ সময় অফিসাররা দু'এক কথায় যখন সবার এলায়েন কার্ড, পাসপোর্ট, অফিসের ঠিকানা সম্পর্কে জানতে চাচ্ছিল তখনই সমস্যার মেঘ দানা বেঁধে ওঠে। আমাদের গ্রুপের সবাই যদিও লিগ্যাল ভিসাধারী, কেবল মাত্র ওরা দু'জনের ভিসার মেয়াদ কিছুদিন পূর্বে শেষ হয়ে যাওয়ায় ওরা ওভার স্টে হয়ে পড়েছিল।

পরিস্থিতির তাৎক্ষণিক মোকাবেলা এবং ওদের দু'জনকে সেভ করার লক্ষ্যে আমার সাথে সাথে জাহিদও পেছনের পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করেত করতে বাংলায় ওদের দু'জনকে বলতে লাগলাম দৌড়ে লোকের ভিড়ে চলে যেতে। আমরা আমাদের কাগজ-পত্র দেখাচ্ছি। মাহবুব তখনও কেন যে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল বুঝতে পারলাম না, ততক্ষণে সেলিম উধাও।

আমাদের উভয়ের কাগজপত্র দেখার পর মাহবুবকে জিজ্ঞাসা করতেই ও সোজা বলে বসলো গত অক্টোবরে ভিসার মেয়াদ শেষ হবার কথা। স্টুডেন্ট ভিসায় জাপানে আসার পর পড়াশুনার খরচ অধিক হওয়ায় এবং কাজ করে পড়াশোনা চালানো সম্ভব না হওয়ার কারণে গত বছর পড়াশোনা বাদ দিয়ে নিয়মিত কাজে লেগে যায়। বাংলাদেশে পারিবারিক আর্থিক সমস্যা দেখা দেয়ায় এবং সংসারের ঘানি ওকেই সামলাতে হচ্ছিল বলে ঐ পথটা বেছে নেয়া ছাড়া কোনো উপায়ই ছিল না। যদিও শুরুতে এখানে তিন মাস তারপর ৬ মাস করে এক বছরের ভিসা পেয়েছিল। কিন্তু ঐ ভিসাতেও তার আর শেষ রক্ষা হলো না। চলতি বছরের মাঝামাঝিতে ওর ঐ ভিসাসহ পাসপোর্টটা হারিয়ে যায়, নতুন পাসপোর্ট তৈরি করে কেন যে আর নতুন ভিসার জন্য আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছিল বুঝতে পারিনি। আমরা সবাই যদিও ওকে উৎসাহিত করেছিলাম, হয়তো এভাবেই ওকে বিদায় নিতে হবে বলেই আমাদের কথায় উদাসীন ছিল।

শতাব্দি করিম
১২/১৩, মিসাওয়া , মিতাকা সিটি, টোকিও, ১-৩-১২, জাপান

ডেনমার্ক

বিজয় দিবস উদযাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর ২০০০ ছিলো আমাদের বাংলাদেশী জাতির জন্য একটি মহান গৌরবময় দিন। ঐ দিন ডেনমার্ক প্রবাসী সবাই মিলে আয়োজন করেন এক আনন্দ অনুষ্ঠানের। অনুষ্ঠানটি তিনটি পর্বে বিভক্ত ছিলো। প্রীতিভোজ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক পর্ব। উপস্থাপনায় ছিলেন এমদাদুল হক দুলাল। প্রথম প্রীতিভোজে ছিলো সম্পূর্ণ বাংলাদেশী ঐতিহ্যের খাবার যা সবাইকেই তৃপ্ত করে। আলোচনা পর্বে সভাপতিত্ব করেন মাহবুবুল হক। আলোচনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন– ফজলে এলাহী জুয়েল, মোহাম্মদ আলী মোল্লা, লিঙ্কন, সাহাবুদ্দীন ভূঁইয়া, রেফায়েতুল হক মিঠু, তাইফুর ভাই, গাউস ভাই প্রমুখ। সাংস্কৃতিক পর্বে গান পরিবেশন করেন মঞ্জু ভাই, জাহিদ, নিয়াজ ও ইমন। কবিতা আবৃত্তি করেন রেফায়েতুল হক মিঠু এবং এনাম। ছড়া পড়েন জিন্নাহ। এই পর্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় বিষয় ছিলো বিজয় দিবসের ওপর একটি নাটিকা। নাটিকাটির রচনা ও নির্দেশনা করেন এনাম। এতে অভিনয় করেন রেফায়েতুল হক মিঠু, মাসুদ, উজ্জল, এনাম, ইমন, স্বপন, সেলিম, জাহাঙ্গীর, হাসান এবং মুন্সী ভাই।

Md. Zahidul Islam Mithu
Trappegavl-7, 2n th
2700 Bronshoy, Denmark

জুরিখ

চুমোর অভিলাষ

বাঙালি সাধারণ একটু লাভের জন্য নিজেকে অনেক নিচে নামিয়ে ফেলতে দ্বিধা করে না

ভদ্রলোক জাতিতে ডেনিশ। ডেনমার্কের এক বড় দুগ্ধ উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের এক্সপোর্ট ম্যানেজার ছিলেন দীর্ঘদিন। গত কয়েক বছর আগে পেনশন পেয়েছেন এবং পেনশন জীবনটা সুইস স্ত্রীর সাথে জুরিখে কাটাচ্ছেন। আমার সাথে এই দম্পতির পরিচয় দীর্ঘদিনের কিন্তু তেমন ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। এর মধ্যে হঠাৎ করেই দেখা হল এক রেস্টুরেন্টে সন্ধ্যায়। তারা স্বামী-স্ত্রী আমাকে দেখে তাদের নিজস্ব টেবিল ছেড়ে আমার টেবিলে এসে বসলেন। আমরা পরস্পরের কুশলাদি জিজ্ঞেস করলাম। ভদ্রলোক বাংলাদেশে বেশ কয়েকবারই সফর করেছেন তাদের ব্যবসায়িক প্রয়োজনে। তাই দেখা হলেই বাংলাদেশের বিভিন্ন সংবাদ জিজ্ঞেস করেন।

আশির দশকের শেষ ভাগে তাদের উৎপাদিত টিনজাত দুধের সোল এজেন্ট ছিল চট্টগ্রাম ভিত্তিক একটি ব্যসায়িক প্রতিষ্ঠান। সে সময় ঢাকার এক ব্যবসায়ী তাদের দুধের সোল এজেন্সি হবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা শুরু করলেন এবং এ জন্য সে ব্যক্তি বেশ কয়েকবার কোপেনহেগেনে তাদের প্রধান কার্যালয় সফর করে উর্ধ্বতন কর্তাদের সঙ্গে দেখা করে সেই সোল এজেন্সি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। সোল এজেন্সি এই হাত বদলে এক্সপোর্ট ম্যানেজার হিসাবে তিনি শেষের ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। যাবতীয় চুক্তিপত্র সম্পাদন করার পর নতুন এজেন্ট বেশ আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন এবং বেশ উচ্ছ্বাস ভরেই এক্সপোর্ট ম্যানেজারকে বলেছিলেন– I want kiss to your Legs. ডেনিশ ভদ্রলোকের কথা শেষ হতেই লজ্জায়, দুঃখে আমি মরে যাই। আমি আমার বিল পরিশোধ করে তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেলাম সেই রেস্টুরেন্ট ছেড়ে।

Afizuddin, Zurech. S

জেদ্দা

কবিতা উৎসব

খরার দেশে বসেও ভোলা যায় না সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডগুলোকে। নিজের আবেগ অনুভূতিকে তুলে ধরার নিরন্তর প্রচেষ্টা চলতে থাকে

গত ১১ জানুয়ারি জেদ্দার তাতেল ইজদেহারে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে উদ্‌যাপিত হয় কবিতা উৎসব ২০০১ এবং এক মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান। তৃতীয়বারের মত এ উৎসবের আয়োজন করে জেদ্দার সুপরিচিত সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সংগঠন 'ক্রিয়েটিভ হোম'। কবি, সাহিত্যিক, সাহিত্য ও সংস্কৃতিসেবী, শিক্ষক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী ও ব্যবসায়ীসহ বিপুল দর্শক শ্রোতার উপস্থিতিতে রাত আটটা ত্রিশে অনুষ্ঠান শুরু হয় কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে। তিন পর্বে বিভক্ত এ অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে ক্রিয়েটিভ হোমের আবৃত্তিকারদের আবৃত্তিমালায় আবৃত্তি করেন শিশু আবৃত্তিকার সাইকি, নিলয় ও আনন্দ। হোমের নিয়মিত আবৃত্তিকারদের মধ্যে আবৃত্তি করেন সর্বজনাব কবি মাহমুদুল হক সৈয়দ, কবি ইলা মজিদ, কবি সাইদ ও সমান, আবৃত্তিকার নাজমা ইয়াসমিন ও আবৃত্তিকার দম্পতি পাপড়ি মাহমুদ ও মাহবুব মোরশেদ। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে আমন্ত্রিত কবিদের মধ্যে স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করেন প্রবীণ কবি হাবিবুর রহমান, তরুণ কবি জাকীর হোসেন, প্রকৌশলী মসিউর রহমান, কবি ও সাংবাদিক রুমী সাঈদ।

অনুষ্ঠান উপস্থাপনায় রুমি ও সুমনা

অনুষ্ঠানের তৃতীয় পর্বে অনুষ্ঠিত হয় এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানে নজরুল, রবীন্দ্র ও আধুনিক গান পরিবেশন করেন কণ্ঠশিল্পী কামাল খন্দকার, বাংলাদেশ বেতারের শিল্পী মুরাদ হোসেন, সুকণ্ঠী গায়িকা রাবেয়া হারুন ও বাংলাদেশ বেতার ও টেলিভিশন শিল্পী ছামছুন নাহার ছেলিনা। পরিশেষে ক্ষুদে নৃত্যশিল্পী হীরার অপূর্ব নৃত্যের মাধ্যমে শেষ হয় কবিতা উৎসব ২০০১ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি কাব্যিক উপস্থাপনা করেন সাহিত্য পত্রিকা 'সুমনা'র সম্পাদিকা কবি সুমনা মাহমুদ ও কবি মীর রুমী আহম্মদ।

রুমী সাঈদ
বি.ডি. কর্পোরেশন, গুলাইল, জেদ্দা,
ফোন : ০৯৯০২৬৩৬৭৩৫৯

সিওল

যেখানে বাঘের ভয়

...ভাবলাম আজই স্বদেশের টিকিট ধরিয়ে দেবে। কিন্তু না, কিছু ভালো লোকজনও তো আছে। তাই এ যাত্রা বেঁচে গেলাম

ছোটবেলা থেকেই আমি একটু ভ্রমণপিপাসু। লেখাপড়ার মাঝে ছুটি পেলেই আর কথা নেই, ছুট দিতাম বাংলার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। বিদেশে এসেও এ অভ্যাসটা ছাড়তে পারিনি। কাজের মাঝে ছুটি পেলেই ছুটে বেড়াই। দক্ষিণ কোরিয়ার সবক'টি বিভাগীয় শহর সহ অন্যান্য বেশ কিছু শহর ঘুরে দেখার সৌভাগ্য হয়েছে।

যাক মূল প্রসঙ্গে আসি। কর্মস্থল সিউল-এর পার্শ্ববর্তী শহর সোহান, সাপ্তাহিক ছুটির দিনে একটি সমাজকল্যাণ সংস্থার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সাবওয়ে ট্রেনে সিউল ফিরছিলাম। ছুটির দিন হওয়ায় ট্রেনের সিটগুলো কানায় কানায় পূর্ণ ছিল। পঞ্চাশোর্ধ এক ভদ্রলোক সিট না পেয়ে আমার সিটের সম্মুখে এসে দাঁড়াল এবং বার বার আমাদের দিকে তাকাচ্ছিল। পাশে বসা বন্ধুটি আমাকে বলল, লোকটির মতিগতি ভালো ঠেকছে না রে। বাপের বয়সী হওয়ায় আমার সিটটা তাকে ছেড়ে দিলাম। বন্ধুটির একথা বলার কারণ কোরিয়াতে আমাদের থাকার বৈধতা হারিয়েছি প্রায় সারে পাঁচ বছর পূর্বে। তাই তো সব সময় সব অবৈধদের মনের কোণে ইমিগ্রশনের ভয় লেগেই থাকে। কারণ কখন নিজ দেশে পাঠিয়ে দেয়। বন্ধুটির অনুমান ঠিকই হলো। লোকটি ইমিগ্রেশনের লোক। ঘন্টাখানেকের পথ হওয়ায় লোকটি আমাদের সাথে আলাপ জুড়ে দিল। কথার কি ফাঁকে বলল ভয় পাসনে, পকেট থেকে আই.ডি কার্ডটা বের করে আমাদের দেখাল। বুঝতে পারলাম সে ইমিগ্রেশনের অফিসার। বন্ধুটির অবস্থা ততক্ষণে বারোটা বেজে গেছে। অভয় দিলাম এবং বললাম অর্ধযুগ তো হয়েই গেল, না হয় দেশের মুখ এবার দেখলাম। ইমিগ্রেশনের লোক কখনো কখনো তাদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে বিদেশীদের বৈধতা দেখতে চায়। আর বৈধতা না দেখাতে পারলেই তাকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেয়। ভাবলাম সেরকম কিছু। কিন্তু না, অনেক কথার পরে লোকটি বলল, তোদের সাথে কথা বলে খুব ভালো লাগলো। কখনো ইমিগ্রেশন সমস্যায় পড়লে আমাকে ফোন করিস। তার মোবাইল নম্বর আমাকে দিল এবং আমার নম্বরও নিল। যাবার বেলায় বলল, কখনো অযথা টাকা খরচ করবি না। আসলে এমন করে ইমিগ্রশনের হাত থেকে কেউ রেহায় পায় না। তাই বিধাতাকে বার কয়েক ধন্যবাদ জানালাম।

Syed Kay Khasru (Rajan)
Joong Gock Dong 252-6
Kwang Jin Ku-Seoul, South-Korea

জুরিখ

ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়

আমাদের বন বিভাগের কর্তাব্যক্তিদের প্রধান কাজ হচ্ছে বৃক্ষ নিধন করে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটানো, অথচ একটি দেশের মূল ভূখন্ডে ৩০ % বনভূমি থাকা জরুরি

Tages Anzeiger জার্মান ভাষায় প্রকাশিত একটি বহুল প্রচারিত দৈনিক। Tages Anzeiger বাংলা প্রতিশব্দ দৈনিক সংবাদ। উক্ত পত্রিকায় সাম্প্রতিক এক সংখ্যায় বাংলাদেশের পরিবেশ বিপর্যয়ের ওপর এক প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বাংলাদেশের বন বিভাগ কিভাবে বৃক্ষ নিধন করে নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ধ্বংসের পথ তৈরি করছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছে উপরিউক্ত পত্রিকায়। একটি দেশের মূল ভূখন্ডের ২৫% থেকে ৩০% বনভূমি থাকার প্রয়োজন। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি বনভূমি আছে কানাডায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে যথাক্রমে সুইডেন ও ফিনল্যান্ড। আমাদের স্বাধীনতা লাভের সময় আমাদের বনভূমি ছিল প্রায় ২০%-এর কাছাকাছি। গত সিকি শতাব্দীতে আমাদের গুণধর বন বিভাগের কর্তা ব্যক্তিগণ নিজেদের আখের গোছাতে বন ধ্বংস করতে করতে এখন ৮% থেকে ৯%-এ এনেছে। Tages Anzeiger পত্রিকায় আমাদের সুন্দরবনের ধ্বংসযজ্ঞের সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করে। বন বিভাগের সর্বোচ্চ কর্তাব্যক্তি থেকে সর্বনিম্ন কর্মচারীটি পর্যন্ত এই ধ্বংসযজ্ঞে শরিক, তা উল্লেখ করা হয় উক্ত দৈনিকে। সাপ্তাহিক ২০০০সহ বিভিন্ন পত্রিকাও বন বিভাগের দুর্নীতি ও বন ধ্বংস করার ওপড় বিভিন্ন সময় বিস্তারিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। এখন বিদেশীরা আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়েও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে। কিন্তু তবুও আমাদের কর্তাব্যক্তিদের বোধোদয় হয় না।

আফিজ উদ্দীন, জুরিখ, সুইজারল্যান্ড